

ધર્મ ઓ જીવન
DHAMMA & LIFE



દિક્ષાન ભિક્ષુ



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhikkhu

ধৰ্ম' ও জীবন DHAMMA & LIFE

সঙ্কলনে
দিক্‌পাল ভিক্ষু

বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র
৫০টি/১সি, পটাবী রোড
কলিকাতা-১৫

প্রকাশক : দিপাল ভিক্ষু

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

প্রদ্বাদান

মুদ্রক : জাগরণী প্রেস

৪০/১ বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,

কলিকাতা-১২

—প্রাপ্তি স্থান—

১। মহাবোধি বুক এজেন্সি

২। বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র

৫০টি/১ সি, পটারী রোড,

কলিকাতা-১৫

৩। ভিক্ষু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

কাঞ্চনপুর, উত্তর ত্রিপুরা

THE GIFT OF DHAMMA EXCELS ALL OTHER GIFTS

ধর্মদান সকল দানকে জয় করে ।

法施勝於一切所有施

Published on (Madhu Purnima)

Full Moon Day 1997

and donated by

Dr. RAHUL BANERJEE

LIU KAO FIE

CHIANG HSIU LAN

With Metta

May all blessing be with you

May all dieties (Gods) protect

You by the protective powers

Of all the Buddhas may

Safely ever be yours

DIKPAL BHIKKHU

1. 9. 1997

মুখবন্ধ

শ্রীমৎ দিকপাল ভিক্ষু কর্তৃক রচিত ধর্ম ও জীবন গ্রন্থখানি পাঠ করে আনন্দিত হয়েছি। এটি ভগবান বুদ্ধ এবং অগ্ন্যান্ত মহাপুরুষ ও বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ কথিত বাণীর ক্ষুদ্র সংকলন। ধর্ম এবং জীবন সম্বন্ধে তিন শতাধিক উপদেশাবলী এখানে গ্রথিত হয়েছে।

পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, মঙ্গল-অমঙ্গল, হিংসা-অহিংসা, সত্য-মিথ্যা, ক্রোধ-অক্রোধ, নিন্দা-প্রশংসা, শত্রুতা-মিত্রতা ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-আচরণ সম্পর্কিত উক্তিগুলি গ্রন্থটিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অতীতকে পাই নৈতিক ও সামাজিক আচরণবিধির উপর আলোকপাত, যেমন মনযোগিতা, উত্তম, সন্তুষ্টি, ঐক্য, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সুস্থদেহ-সুস্থমন, আত্মবিশ্বাস, শৃংখলাপরায়নতা, কর্ম-ব্যস্ততা প্রভৃতি। তাছাড়াও রয়েছে কয়েকটি সদভ্যাস আয়ত্ত্বকার উপদেশাবলী।

গ্রন্থটি সর্বব্যাপক নয়। অর্থাৎ সব মনিষীর সব বাণীগুলি এখানে সন্নিবেশিত হয়নি। কোন গ্রন্থকারের পক্ষে সেটা সম্ভব হয় না। তাছাড়া যে গ্রন্থের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থী তরুণ-তরুণীদের ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা সে গ্রন্থে পরিপূর্ণতা আশা করা অবাস্তব। তবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর উক্ত বাণীগুলি আর একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করা যেতো। গ্রন্থকারের মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে এবং সে প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

আমার বিশ্বাস শ্রীমৎ দিকপাল ভিক্ষু রচিত এই সংকলন গ্রন্থটি শুধুমাত্র শিক্ষার্থী যুবক-যুবতীদের ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শ সজাগ করবেনা, বয়স্ক ব্যক্তিগণও এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হবেন। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

সংকলকের নিবেদন

ধর্ম ও জীবন একটি অপরটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ।
ধর্মছাড়া জীবন মূল্যহীন হয়ে পরে । ধর্ম বলিতে মানুষের
সংগুণাবলির সমষ্টিকে বুঝায় ।

আমাদের জীবন সামান্য কিছু সময়ের সমষ্টি মাত্র । এই
সময়ের সদ্ব্যবহার করতে না পারলে জীবন ব্যর্থতায় পর্যাবসিত হয় ।
তাই ভগবান পুনঃ পুনঃ, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বলতেন, তেমনি
উপাসক উপাসিকাদেরও বলতেন, তোমরা সজাগ হও । জীবন
খুবই ক্ষণস্থায়ী, যারা জীবন সম্বন্ধে সচেতন নয়, তারা ইহকাল-
পরকালে পরম দুঃখের ভাগী হয় ।

ধর্ম ও জীবন বইখানি পাঠকের হাতে নিবেদন করতে পেরে
নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি । ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মহাপুরুষের
বাণীগুলি যাহা মানুষের জীবনে খুবই কল্যাণকর তার কিছুসংখ্যক
সংকলন করেছি মাত্র । ছোটবেলায় ঠাকুর মার মুখে ও কিছু কিছু
নীতি বাক্য শুনতাম ! আজ বড় হয়ে সেই নীতিবাক্যগুলির গুরুত্ব
উপলব্ধি করছি, তাই একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশের প্রেরণা
পেয়েছি ।

এখানে যেই বইগুলির সাহায্য নিয়েছি তাতে রয়েছে ধর্মপদ
দৃষ্টিভঙ্গ্যহীন নতুন জীবন ইত্যাদি এবং আরো অনেক মহাপুরুষের
মঙ্গলবাণী, পরিশেষে পরম শ্রদ্ধেয় জ্যোতিপাল মহাথেরো মহোদয়ের
কিছু অমূল্য মঙ্গলবাণী ।

ডঃ ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ 'বড়ুয়া বাবুর সুন্দর শুল্লিত "মুখবন্ধ"টির
জগু চির কৃতজ্ঞ রইলাম ।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যাদের একান্ত সহযোগিতা পেয়েছি
তাদেরকেও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করছি ।

পরিশেষে এই ক্ষুদ্র বইখানি পাঠকের সামান্যতম উপকার
হলেও নিজেকে ধন্য মনে করবো ।

নিবেদক
দিক্‌পাল ভিক্ষু

Ciraṃ Titthatu Saddhammo !

May the truth based Dhamma

Endure for A Long Time !

সদ্ধর্ম চিরজীবি হোক !

“...যে বো ময়া ধম্মা অভিঞঞা দেসিতা, তথ সবেহেব
সংগম্ম সমাগম্ম অথেন অথং ব্যঞ্জনেন ব্যঞ্জনং সংগাযিতব্বং
ন বিবদিতব্বং, যথযিদং ব্রহ্মচরিয়ং অন্ধনিয়ং অস্স
চিরট্ঠিতিকং...।” দীঃ নিঃ ৩.১৭৭, পাসাদিক সুত্ত

....the Dhammas (truths) which I have
taught to you after realizing them with my
super-knowledge, should be recited by all, in
concert and without dissension, in a uniform
version collating meaning with meaning and
wording with wording. In this way, this
teaching with pure practice will last long and
endure for a long time....”

“...আমি যে ধর্ম তোমাদের জন্য অভিজ্ঞাত হ’য়ে দেশনা
করেছি, তাহা অভিন্ন অর্থপূর্ণ ও ব্যঞ্জনপূর্ণভাবে, মিলিত-
ভাবে ও বিনাবিবাদে সংগায়ন (এক্যতান) করিও।
এইরূপে এহেন শিক্ষা বিশুদ্ধ আচরণ দ্বারা দীর্ঘস্থায়ী
ও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে।”

“দ্বৈমে, ভিক্ষুবে ধম্মা সদ্ধম্মস্স ঠিতিয়া অসম্মোসায অনন্তরথানায সংবত্তন্তি । কতমে দ্বৈ ? সুনিক্কখিত্তস্স পদব্যঞ্জনং অথো চ সুনীতো । সুনিক্কখিত্তস্স, ভিক্ষুবে, পদব্যঞ্জনস্স অথোপি সুনয়ো হোতি ।”

(অঃ নিঃ ১.২.২১, অধিকরণবগ্গ)

There are two things, O monks, which make the truth-based Dhamma endure for a long time, without any distortion and without (fear of) eclipse. Which two ? Proper placement of words and their natural interpretation, words properly placed help also in their natural interpretation.”

“হে ভিক্ষুগণ, দুটি বক্তব্য আছে, যাহা সদ্ধর্মকে দীর্ঘস্থায়ী থাকতে সাহায্য করে, উহাকে অবিকৃত রাখে ও অন্তর্ধান না হবার কারণ হয় । সেগুলি কি ? (তাহা হল) ধর্মবানী সুব্যবস্থিত, সুরক্ষিত রাখা আর তাহার যথাযথ স্বাভাবিক ও মূলতত্ত্ব স্থিত রাখা । ভিক্ষুগণ, সুব্যবস্থিত ও সুরক্ষিত বানী হইতেই তার অর্থ সঠিক প্রকট হয় ও যথাযথ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে ।

ধর্ম ও জীবন

১

১। বুদ্ধবাণী—হে ভিক্ষুগণ তোমরা অপ্রমত্তের সহিত কাজ কর। কারণ এই দুর্লভ মানব জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী, যে কোন মুহূর্তে ইহার অবসান হইতে পারে। কখন কোন্ মুহূর্তে ইহার পরিসমাপ্তি হইবে তাহা কেহই বলিতে পারেনা, সুতরাং একমুহূর্ত সময়কেও অপব্যয় করিওনা। আমি পথ নির্দেশক মাত্র। আমি কাহাকেও এই ভব সাগর পার করিতে পারিবনা আমি আমার শরণ লইয়াছি। তোমরা তোমাদের শরণ লও।

—তথাগত বুদ্ধ

২। তোমরা দুর্লভ জীবন লাভ করিয়াছ। তোমরা জাননা কি অপরিসীম শক্তির অধিকারী, তোমাদের এ শক্তিকে কাজে লাগাও “খনোবেমা উপচ্চগা” জীবনের একটি মুহূর্তকে ও নষ্ট হইতে দিও না। এ জীবন ক্ষণস্থায়ী।

যে কোন মুহূর্তে ইহার পরিসমাপ্তি হইতে পারে। অতএব তোমরা জাগ্রত হও, ভাবনা কর, নাম-রূপকে জান, বিচার দ্বারা অবিচারকে দূরকর।

স্মৃতি সহকারে দৈনিক এক মুহূর্ত ভাবনা করিলেও তার অসামান্য ফল হইতে পারে। তোমরা ভাবনায় রত হও।

—তথাগত বুদ্ধ

৩। অমনোযোগিতা বরই বিক্রী ব্যাপার, এটি খুবই খারাপ অভ্যাস। যত শীঘ্র সম্ভব এ বদভ্যাস হইতে মুক্ত হওয়া যায় ততই মঙ্গল। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট বিষয় চিন্তা করার অভ্যাস গড়িয়া তোলার জন্য বারংবার চেষ্টা কর। একটি নির্দিষ্ট

বিষয়ের উপরই তোমার চিন্তার আলোক নিক্ষেপ কর। দেখিবে একটি পরিবর্তন আসিবেই।

৪। তোমাদের জীবনে অবশ্যই একটি লক্ষ্য থাকিতে হইবে। অত্যাধায় তোমরা কিছুই করিতে পারিবেনা। শৃঙ্খলা বিহীন জীবন কোন জীবন নয়, তাহাতে সর্বনাশের সম্ভাবনা বেশী থাকিবে।

৫। যদি তুমি দুঃখকে ভয় কর। বাস্তবিক দুঃখ যদি তোমার অপ্রিয় হয়, প্রকাশে অথবা গোপনে হোক কায়-মন-বাক্যে পাপানুষ্ঠান করিও না।

—তথাগত বুদ্ধ

মানুষ দুঃখকে ভয় করে কিন্তু দুঃখের কারন গুলিকে ভয় করেনা, পাপকর্ম পাপের অনুষ্ঠান ঐ দুঃখের কারণ। প্রকাশে অথবা গোপনে হোক, কায়ার দ্বারা, মনের দ্বারা অথবা বাক্যের দ্বারা কখনো পাপকর্ম করিতে নাই। মিথ্যা, বৃথা, কটু, ভেদ বাক্য ইত্যাদি বাচনিক পাপকর্ম। হাত পা ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা যে দুষ্কর্ম করা হয় তাহা কায়িক দুষ্কর্ম যেমন প্রাণীহত্যা চুরি, ব্যভিচার মদ-গাঁজা সেবন ইত্যাদি কায়িক পাপ কর্ম।

মানসিক দুষ্কর্ম—মানসিক দুশ্চিন্তা, পাপচিন্তা ইত্যাদি যার কারণে মানুষ দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়, তাহাই মানসিক দুষ্কর্ম।

৬। শত্রুর দ্বারা শত্রুতা দূরকরা যায় না মৈত্রী দ্বারাই শত্রুতা দূর করা সম্ভব।

—ধর্মপদ ৫

যদিও কঠিন কাজ শত্রুর প্রতি মৈত্রী পোষণ করা। তবুও অভ্যাসের দ্বারা ইহা সম্ভব এবং ইহাই সনাতন নীতি।

৭। যাহারা সব সময় অন্ধকে শত্রু ভাবে, তাহাদের শত্রুতা কখনো কমে না।

—ধর্মপদ ৪

৮) অহংকারের বশে মানুষ নানা ভাবে বিপথগামী হয় কিন্তু তাহারা যদি জানিত—এই পৃথিবীতে তাহারা স্থায়ী নয় তবে বিবাদ নিশ্চই কিছু কম হইত। অহংকার ও কিছু কম হইত।

৯। বেশী কথায় কাজ নাই

যে কথার কোন ফল নাই।

অল্পকথা ভাল

যাহা ণায় এবং সত্য শুভ ফল দায়ক।

—তথাগত বুদ্ধ

যাহারা শুধু সুন্দর সুন্দর কথা বলে, কিন্তু কথানুযায়ী কাজ করে না, তাহারা গো রক্ষাকারী রাখালের মত শুধু গরু চরায়, ছুধের ভাগী হয় না। যারা অল্প কথা বলে অথচ সেইমত কাজ করে তাহাই তথাগতের ভক্ত।

১০। অনাচ্ছাদিত গৃহে যেমন বৃষ্টি ঢোকে, তেমনি অনাচ্ছাদিত মনেও রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রবেশ করে।

সু আচ্ছাদিত গৃহে যেমন বৃষ্টি ঢোকে না, তেমনি সু আচ্ছাদিত মনেও কামরাগ প্রবেশ করে না।

—ধর্মপদ ১৩

সু আচ্ছাদিত মন তৈরীর জন্য শীল সমাধির প্রয়োজন।

১১। যাহারা পাপ কর্মে লিপ্ত থাকে, তাহারা সেই পাপের কথা স্মরণ করে বর্তমানেও অনুতপ্ত হয়, ভবিষ্যতেও অনুতাপ করে।

যাহারা পুণ্য করে তাহারা সেই পুণ্যের কথা স্মরণ করে বর্তমানেও আনন্দিত হয় ভবিষ্যতেও আনন্দিত হয়।

—ধর্মপদ ১৭

১২। পরিশ্রমী—সংযত—ধর্মজীবীগণের প্রশংসা সর্বত্র বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়।

১৩। পরের ভুল দেখা খুব সহজ, কিন্তু নিজের ভুল দেখা খুব কঠিন।

পরের ভুল দেখে ভাবার কিছুই নাই, নিজের ভুল সম্বন্ধে সজাগ থাক।

—ধর্মপদ ৫০

১৪। পরের ঘরের ছাদে তুষার জমিয়াছে দেখিয়া কোন লাভ নেই।

নিজের ঘরের ছায়ায় কাদা জমেছে কিনা দেখা উচিত।

১৫। নিজেকে ফুলের মত বিকশিত কর ফুলের গন্ধ বাতাসের অনুকূলে প্রবাহিত হয়। কিন্তু সৎপুরুষের সৌরভ বাতাসের অনুকূল-প্রতিকূল সর্বত্র বিরাজ করে।

—ধর্মপদ ৫৪

১৬। গন্ধহীন মনোরম পুষ্প যেমন নিরর্থক হয়, স্তুতিষিত বাক্যও নিষ্ফল হয়, যেগুলি কার্যে পরিণত হয় না।

—ধর্মপদ ৫২

১৭। জীবনে চলার পথে যদি নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অথবা সম সঙ্গী পাওয়া না যায় তবে একলা চলাই ভাল, মুখের সাহচর্য্য (ভয়াবহ) সর্বতোভাবে পরিত্যাগ্য।

—ধর্মপদ ৬১

১৮। জাগ্রত ব্যক্তিদের রাত্রি ফুরায় না, শ্রান্ত ব্যক্তিদের পথ ফুরায় না, জ্ঞানহীন অজ্ঞ ব্যক্তিদের দুঃখেরও শেষ হয় না।

—ধর্মপদ ৬০

১৯। যে ব্যক্তি তার মুখর্তা সম্বন্ধে সচেতন সে ততটুকু পণ্ডিত।

যে ব্যক্তি নিজেকে নিজে পণ্ডিত বলে অহংকার করে সেই প্রকৃত মুখর্।

—ধর্মপদ

২০। চামচ যেমন সুপরসে ডুবে থেকেও স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না—তেমনি অজ্ঞ ব্যক্তি পণ্ডিতের সঙ্গে থেকেও অজ্ঞতার পরিবর্তন করিতে পারে না।

—ধর্মপদ ৬৪

২১। যে কাজ করিয়া অনুতাপ করিতে হয়। অশ্রু মুখে রোদন করিতে করিতে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। সে কাজ না করাই ভাল।

যে কাজ করে অনুতাপ করিতে হয় না বরং প্রশংসায়-আনন্দে বুক ভরিয়া যায় তাহাই করা ভাল।

—ধর্মপদ ৬৭

২২। পাপ যতদিন (পাকা ফলের মতো) পরিপক না হয় ততদিন পাপকারীর খুব মধুময় মনে হয়। পরিপক পাপের ফল প্রদানে পাপী দুঃখের সাগরে ভাসিতে থাকে।

—ধর্মপদ ৬৯

২৩। সত্ত্ব দুষ্ক যেমন দধিতে পরিণত হইতে সময় লাগে, তেমনি পাপ কর্মের ফল ফলিতেও কিছু সময় লাগে। দুঃখ পাপকারীর পিছে অনুগমন করিবেই।

—ধর্মপদ ৭১

২৪। মুখের মাথায় দুর্বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তার দুঃখভোগের জন্ম। সুবুদ্ধি তখন সমূলে বিনষ্ট হয়।

—ধর্মপদ ৭২

২৫। কিছু মুখ আছে তাহারা চায় পৃথিবীর সবকিছু আমার বশে থাকুক। তাই ভাবিয়া তাহারা বার বার মনে দুঃখ পায়।

২৬। অলস ও জ্ঞানহীন ভাবে শত বছর বাঁচার চেয়ে জ্ঞানী হয়ে একদিন বাঁচা অনেক ভাল।

—ধর্মপদ ১১১

২৭। মঙ্গল কর্ম সম্পাদনে বিলম্ব করিও না, পাপ কর্ম হইতে মনকে নিবৃত্ত কর। মঙ্গল কর্মে বিলম্ব হলে মনে পাপ ঢুকিয়া যায়।

২৮। যদি কাহারো পাপকর্ম একবার হইয়া যায় দ্বিতীয়বার যেন না হয়, কারণ পাপই দুঃখের মূল।

২৯। যদি কোন ব্যক্তি পুণ্য কর্ম করে, তাহা বার বার করা উচিত কারণ পুণ্যই সুখের মূল।

৩০। যতদিন পাপকর্ম পরিপক্ব না হয়, ততদিন পাপকারীর খুব ভাল লাগে। যখন পরিপক্ব পাপের ফল প্রদান করে তখন পাপী বুঝিতে পারে পাপ অকল্যাণকর।

—ধর্মপদ ১১৯

৩১। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপকেও অবহেলা করিও না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল বিন্দু যেমন সাগর গড়িয়া তোলে, তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপেও অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ডুবিয়া যায়।

৩২। সাগর পাহাড় কিংবা আকাশে যেখানে থাক না কেন, পাপের পরিণাম ফল হইতে কাহারো রেহাই নাই।

—ধর্মপদ ১২৭

৩৩। অত্নের থেকে যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করো, অত্নের প্রতিও তেমন ব্যবহার কর।

—ধর্মপদ

৩৪। অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলদের মতো জীবন যাপন করে। তাহার দেহের মাংসই কেবল বৃদ্ধি পায়, তাহার জ্ঞান বা প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পায় না।

—ধর্মপদ

৩৫। যে লোক শৈশবে বিছালাভ করে না। যৌবনে ধন লাভ করে না, উপযুক্ত সময়ে ব্রহ্মচর্য জীবন লাভ করে না, বৃদ্ধকালে তার অনুশোচনায় পুড়িতে হয়।

—ধর্মপদ

৩৬। যে নিজেকে ভালবাসে, নিজেকে প্রিয় বলে মনে করে, সে সব সময় নিজেকে রক্ষা করে। কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তি নিজের অজ্ঞতার জন্য নিজেই নিজের সর্বনাশ করে। সংসঙ্গ, সত্বপদেশ পরিত্যাগ করে।

—ধর্মপদ

৩৭। প্রথমে নিজে সুন্দর হও—

পরে অন্যকে উপদেশ দাও—

নিজে সংযত না হয়ে পরকে সংযমের উপদেশ দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

—ধর্মপদ

৩৮। মাতা পিতা আত্মীয়সজন কে তোমাকে রক্ষা করিবে ? তুমি ঐ তোমার রক্ষাকর্তা, সুসংযত জীবন তোমার শ্রেষ্ঠ শরণ, শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

৩৯। মালুবা লতা যেমন বিশাল বৃক্ষকে বেঠন করে ধংশ করে, তেমনি ছুরাচারী জীবন ও পরম শত্রুর মত নিজের সর্বনাশ করে।

—ধর্মপদ

৪০। বাহিরের রূপ দেখে মুগ্ধ হইও না, মনকে আবিল করো না, বিপথগামী হয়ো না, বাহিরের রূপ আর ভিতরের রূপ এক নয়, জ্ঞানিগণ ভিতরের রূপের কথাই ভাবেন।

৪১। যে ব্যক্তি পৃথিবীর মত অচঞ্চল, (ইন্দ্রখীল) স্তম্ভের মত স্থির এবং স্বচ্ছ হৃদের মত নির্মল, তিনিই প্রকৃত সজ্জন।

৪২। যাহারা ইন্দ্রিয় সেবায় রত হয়, মিথ্যা দৃষ্টি পরায়ণ হয়, তাহারা আলোর পথ ছাড়িয়া অন্ধকারের পথে যায়, দুঃখ তাহাদের অনুগমন করে।

৪৩। ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করে।

ধর্মচারী সুখের অধিকারী হয়।

যাহার ইহজগত সুখের হয়, তাহার পরজগতও সুখের হয়।

৪৪। (মিথ্যাবাদীদের অকরণীয় কিছুই নাই), যারা কথায় কথায় মিথ্যা বলে, তাদের অকরণীয় কিছুই নাই।

৪৫। সকল পাপ থেকে বিরত থাকা
সকল পুণ্য কর্ম সম্পাদন করা
চিত্তকে সদা পরিশুদ্ধ রাখা
ইহাই সকল বুদ্ধগণের উপদেশ। —ধর্মপদ

৪৬। যে নিজেকে নিজে রক্ষা করতে জানে না শত দেহরক্ষীও তাকে রক্ষা করতে পারে না।

৪৭। তোমার ব্যবহারই তোমার পরিচয়।

৪৮। ভোগাক্ষ মানুষটিকে পৃথিবীসমান সাত পৃথিবী দান করিলেও তাহার ভোগবাসনা পূর্ণ হইবে না।

৪৯। “সুন্দর ব্যবহারের জন্ত কোন খরচের প্রয়োজন নাই” কিন্তু তাহাও অনেকে করিতে চায় না। তাহাতে কিন্তু নিজের অনেক লাভ হয়।

৫০। মূর্খের সহবাস সর্বদাই দুঃখজনক জ্ঞানীর সহবাস জ্ঞাতি সম্মেলনের মত সুখকর।

৫১। লোহার মল যেমন লোহাকে ধ্বংস করে তেমনি অধর্ম-চারীকেও তাহার নিজের কৃত পাপে ধ্বংস করে।

৫২। বহু ভাষণ দাতাকে পণ্ডিত বলে না, সহিষ্ণু, বৈরীহীন মৈত্রীপরায়ণকে পণ্ডিত বলে।

৫৩। ব্রতহীন মিথ্যাবাদী শুধু মস্তক মুগুনের দ্বারা শ্রমণ হয় না।

৫৪। উদ্বমহীন অলসের জন্ত এই পৃথিবী নয়। দুর্বলমনা, নিরুৎসাহী অলসের ধর্মমার্গ কর্মমার্গ কোনটিই হয় না।

৫৫। বাহ্য করণীয় সংকর্ম তাহা দৃঢ়ভাবে সম্পন্ন করিবে, শিথিলভাবে আচরিত শ্রমণ ধর্ম ও নিজেকে দুঃখে জর্জরিত করে।

৫৬। প্রমত্ত মানুষের তৃষ্ণা মালুবা লতার মত বৃদ্ধি পায়, মালুবা লতার কারণে যেমন মহাবৃক্ষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তেমনি তৃষ্ণার কারণে প্রাণিকুল ভবাস্তুরে ঘুরে বেড়ায়।

৫৭। যিনি ধার্মিক, ধর্ম সাধনায় রত তিনি কথায় সংযত, সদালাপী তিনি উদ্ধত হন না। তার বাক্য মধুর হয়।

৫৮। নিজের লাভকে অবজ্ঞা করিও না, অন্যের লাভেও লুব্ধ হইও না।

৫৯। যিনি যথা লাভে সন্তুষ্ট হন তিনি দেবতাগণেরও প্রশংসা লাভ করেন।

৬০। মৈত্রী ভাবনাকারীরা বুদ্ধ শাসনে শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা চর্চায় পরম শান্তিপদ আনন্দময় নির্বাণ লাভ করেন।

৬১। নিজেই নিজের নাথ, নিজেই নিজের শরণ আজানিক অশ্বকে যেমন তার মালিক সুদান্ত করে, তেমনি তুমি নিজেকে সংযত কর। —বুদ্ধ

৬২। তুমি মেঘযুক্ত চন্দ্রের মত জগতকে উদ্ভাসিত করো। একটি চন্দ্র যেমন সমগ্র পৃথিবীকে আলো দান করে তেমনি তোমার মহিমা ছড়াইয়া দাও জগত ভরিয়া।

৬৩। যাহার কায়, বাক্য ও মনে পাপ নাই সেইতো ভিক্ষু, সেইতো ব্রাহ্মণ।

৬৪। হে হর্মেধ তোমার অজিনবাসে (কাষায় বস্ত্র পরিধান) কি হবে ? তোমার অভ্যস্তরে গহন বন, ঘন অন্ধকার।

২

৬৫। “সাবধানের মরণ নাই।”

যাহারা সাবধান হইয়া চলে তাহারা নানাবিধ আপদ বিপদ হইতে অব্যাহতি পায়।

৬৬। যাহারা কথায় কথায় মিথ্যা বলে তাহাদের উপর আর কি ভরসা করিব ?

৬৭। ধৈর্য্য ধারণ কর কার্য সাধন হইবেই। ধৈর্য্য ধারণ করা একটি বড় গুণ। যাহাদের এই গুণ আছে তাহারা অবশ্যই নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে।

৬৮। সং বাণিজ্য, সং জীবিকায় জীবন ধারণ কর তাহাতেই সুখ। অসং জীবিকা নরকের পথ সুগম করে।

৬৯। শত্রুর প্রতি আগুন এত বেশী হওয়া উচিত নয়। যাহাতে নিজের অঙ্গ পুড়িয়া যায়। —সেক্সপিয়র

৭০। যাহারা ক্রুপণ এবং অশ্রুকে ক্রুপণতার নির্দশ দেয়। তাহাদের কেহই ভালবাসে না।

৭১। নিজের সংউপার্জনের একটি অংশ ধর্মের কাজে ব্যয় করা উচিত তাহাতে ইহ-পরকালের মঙ্গল হয়।

৭২। ক্রোধীরা সুন্দর করিয়া কথা বলে না, সুন্দর ব্যবহার সকলের জন্য মঙ্গলদায়ক।

৭৩। যাহারা সুন্দর ব্যবহার জানে না তাহাদের নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে হয়।

৭৪। অশ্রুভাবে পরের ধন আত্মসাৎ করিও না, সে ধন চিরস্থায়ী হইবে না।

৭৫। সাবধানতা, সজাগতা নিজের পরম বন্ধু।

৭৬। মাতা-পিতা, আত্মীয়স্বজন সকলের প্রতি সুন্দর ব্যবহার কর। সদভাব বজায় রাখ।

৭৭। যে সংযমী তাহার ইহকাল পরকাল উভয়ই মঙ্গলময় হয়।

৭৮। পান-আহার করিও অপচয় করিও না, অপচয়কারী জাতি-সমাজের শত্রু।

৭৯। এমন কি মাতা-পিতা ও আচার্য্য যদি সত্যভ্রষ্ট হয় তবুও মিথ্যার আশ্রয় নিওনা, তাহাতে শাস্তি কোথায় ?

৮০। সাহসই ভাগ্যমাতার বড় পুত্র, সংসাহসের অভাবে অনেক মঙ্গলকর্ম সম্পাদন হয় না, সাহস করিয়া কাজে নামিলেই অনেক ক্ষেত্রে সফলতা লাভ হয়।

৮১। “বানিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ”

সং বাণিজ্য মঙ্গলকর। জীবন ধারণ সহজ হয়। প্রভূত উন্নতি হয়। তাই অনেক জ্ঞানী-গুণিগণ সংবাণিজ্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

৮২। কর্মের বিপাক অচিস্তনীয়।

ভাল কর্মের ভাল ফল

মন্দ কর্মের মন্দ ফল অবশ্যস্তাবী।

—বুদ্ধ

৮৩। সাধু-সজ্জন, আত্মীয় স্বজন যদি প্রার্থী হয়, যথাসাধ্য সাহায্য করিবে।

৮৪। সম্তানদেরকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিবে তাহাতে তোমাদের সকলেরই মঙ্গল হইবে।

৮৫। পিতৃহীনদের রক্ষা কর, তাদের সম্পদ রক্ষা কর, তাহাদের সাহায্য কর।

৮৬। সঠিকভাবে না জেনে অনুমানের উপর কিছু বলা বা করা উচিত নয়।

৮৭। যাহারা অহংকারী তাহাদের দানধর্ম পুণ্যকর্ম নিরর্থক। ধর্ম নিষ্ঠাই সবচেয়ে উত্তম।

৮৮। চোখ থেকে অন্ধ, কান থেকে বধির হইও না। তাহাতে নিজের বা সমাজের কোন লাভ হইবে না।

৮৯। যদিও পরে আকাল কহর

তবুও নাছেড়ো শহর।

শহরে গুণি জ্ঞানী লোকের বাস, বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধা শহরে রয়েছে, শহরে জীবন ধারণ ও জ্ঞান অর্জন সহজ, তাই প্রতিকল্পস্থান ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত নয়।

৯০। একতাবদ্ধভাবে বাস কর, তাহাতে নানাবিধ আপদ বিপদের সম্ভাবনা কম থাকিবে।

৯১। বিচ্ছিন্নভাবে বাস করা মানে নিজেদের সর্বনাশ করা।

৯২। স্বাস্থ্যই সুখের মূল,

প্রত্যুষে শয্যা হইতে উত্থান করিবে।

৯৩। অলসতা দরিদ্রতার লক্ষণ।

৯৪। অলশতা সর্ব অকুশলের মূল।

৯৫। কথা যুক্তি সঙ্গত, ঋায় সঙ্গত, তর্ক সঙ্গত হওয়া উচিত।

অনর্থক কথা যাহা কাজে আসে না তাহা নিরর্থক।

৯৬। কর্মবিমুখ অলস, দুর্বল ব্যক্তির দ্বারা কি আর মহান কর্ম সম্পাদন হইবে?

৯৭। যিনি পরিশ্রমী, কর্মোদ্গম সংব্যক্তি তিনি জগত জয় করিবেন।

৯৮। স্বভাব সুন্দর করার যাহার কোন প্রচেষ্টা নাই, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তাহার স্বভাব সুন্দর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

৯৯। মহাজ্ঞানী মহাজনগণ মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত, তাহাদের কর্তব্যে অবহেলা করেননা।

১০০। কিছুতেই অপচয় করিও না, কারণ আজ যাহা অপচয় করিবে কাল তাহা প্রয়োজন হইবে।

১০১। অপচয় কারীরা শয়তানের ভাই।

১০২। উপমুক্ত সেনাপতির পিছনে না দাঁড়াইলে পরাজয় এমন কি জীবন সংশয়েরও ভয় আছে।

১০৩। একত্রে আহাৰ করো তাহাতে তৃপ্তি পাইবে,
একত্রে কাজ করো কাজে শক্তি পাইবে।

একত্রে (প্রার্থনা) করো, সাধনা করো

সাধনায় অগ্রগতি হইবে ।

১০৪ । ‘একতাই শক্তি’ ছিন্ন ভিন্ন হইও না

নিজেদের অস্তিত্ব লোপ করিও না ।

১০৫ । কম হোক বেশী হোক সকলে ভাগ করিয়া খাও,

‘সন্তুষ্টি পরম ধন ।’

১০৬ । যাহারা নিজের খাবারের (পরিমাণ) মাত্রা বুঝে না—

তাহাদের সংসারে স্বচ্ছলতা আসে না ।

১০৭ । ভোজনে মাত্রাজ্ঞান হও অতিরিক্ত ভোজন স্বাস্থ্যের

পক্ষে ক্ষতিকর ।

১০৮ । বেহিসাবিরা আগামী কালের কথা ভাবে না ।

১০৯ । দাঁড়িয়ে পান কিম্বা আহার করিও না । পানীয় গলায়
আটকেও মানুষের বিপদ হয় । ধীরে ধীরে পান ভোজন ভাল ।

১১০ । ভোজনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকিলে কখনো খাবার নষ্ট
করিবে না ।

১১১ । তোমার পাতে যে খাও তাহা অনেকজনের পরিশ্রমের
ফল, তাহাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ হও ।

১১২ । বিশ্বাসঘাতকরা ইহজীবনেও বিশ্বাসহীন হয়, পরকালেও
নরকের আগুনে দগ্ধ হয় ।

১১৩ । “পরচর্চা-পরনিন্দাকারীরা নিজেদেরকে কি মনে করে ?”

যাহারা পরের নিন্দায় সর্বক্ষণ সোচ্চার অথচ নিজেদের সাধু-
সজ্জন বলিয়া জাহির করিতে চান । প্রকৃতপক্ষে তাহাদের নিজেদের
মাঝে গলদ থাকে ।

১১৪ । কুমীরের হাতে বাচ্চা রাখিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না ।

১১৫ । বুদ্ধিহীনের বিপদ প্রতি মুহূর্তে ।

১১৬ । রাস্তায় চলা শিখ, চলিতে না জানিলে পা ভাঙিবে ।

১১৭। সৌন্দর্য্য অনুধাবন কর কিন্তু আসক্ত হইও না।

১১৮। যাহারা রুগ্ন ব্যক্তিদের সেবা করে তাহারা বুদ্ধের (ঈশ্বরের) সেবা করে, তাহারা প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করে।

১১৯। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ধর্মেরই অঙ্গ।

১২০। শরীরের ঘর্ম না শুকাতেই শ্রমিকের পারিশ্রমিক চুকিয়ে দাও। —হযরত মোহাম্মদ

১২১। আপাত সুখের কথা ভাবিয়া যে কাজ করে সে মূর্থ। ভবিষ্যতে যার ফল হইবে তিক্ত।

১২২। দূর দৃষ্টি-দূরদর্শিতা যাহার নাই সেও বোকা।

১২৩। চিন্তা করে কাজ কর, যদি অকল্যাণকর মনে কর তবে তাহা পরিত্যাগ কর।

১২৪। অমনোযোগের প্রার্থনা অপেক্ষা মনোযোগের ঘুম অনেক ভাল। —হযরত আলী

১২৫। মূর্খের সহবাস নরক তুল্য
পণ্ডিতের সহবাস সুখকর।

১২৬। সত্য ও অত্যাচারের পথে যারা চলে তারা বীরের মত চলে। অত্যাচারের পথে বিচরণকারী চোরের মত চলে।

১২৭। যে মানুষের কোন আদর্শ নাই সে ধূর্ত কপট।

১২৮। দুশ্চরিত্রবান হয়ে বিপথগামী হলে পিতা বা একান্ত আপনজনও তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না।

১২৯। শিষ্য হোক, পুত্র হোক নীতি ভ্রষ্ট হইলে কেউ রক্ষা করে না।

১৩০। আমরা নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য নিজেরাই দায়ী, সুভাগ্যের জন্যও তাই।

১৩১। শিক্ষা সংস্কৃতিহীন লোক সর্বদা অপরকে দোষারোপ করে। অর্দ্ধশিক্ষিত অর্দ্ধসংস্কৃতিবান নিজের দোষ স্বীকার করে।

পূর্ণ সংস্কৃতিবান, পূর্ণ শিক্ষিতেরা কাউকে দোষারোপ করে না, কর্মকে বিশ্বাস করে।

১৩২। অপরের দোষ দেখা খুব সহজ,

নিজের দোষ দেখা খুব কঠিন।

—ধম্মপদ

১৩৩। যে মুখ' নিজের মুখ'তা অবগত আছে সে সেই পরিমাণ পণ্ডিত। কিন্তু যে মুখ' নিজেকে পণ্ডিত বলে মনে করে তাহাকে যথার্থ মুখ' বলা যায়।

—ধম্মপদ

১২৪। মনে রেখো ঘৃণার প্রতিদানে পাবে ঘৃণা। ভালবাসার প্রতিদানে ভালবাসা।

—তথাগত বুদ্ধ

১৩৫। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি বিষ উদ্‌গীরণ করে

সেই বিষ অপরের চেয়ে তাহার নিজেরই বেশী ক্ষতি করে।

১৩৬। শত্রুর প্রতি আগুন এত বেশী হওয়া উচিত নয় যাহাতে নিজের অঙ্গ পুড়িয়া যায়।

১৩৭। প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তি কখনো ক্রুদ্ধ হন না।

১৩৮। সর্বদা মনে রেখো, তুমি সুযোগ না দিলে কেউ তোমাকে আঘাত করিতে পারিবে না।

১৩৯। যদি তুমি ধর্মকে রক্ষা কর তবে ধর্ম তোমাকে রক্ষা করিবে।

—তথাগত বুদ্ধ

১৪০। হাওয়ার মুখে ধূলো ছড়াইলে সে ধূলো নিজের মুখেই আসিয়া পড়ে।

—ধম্মপদ

১৪১। অন্যের উপকার করতে গেলেও কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

১৪২। জ্ঞানহীন ভালবাসা এবং ভালবাসা হীন জ্ঞান কোন সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে পারে না।

১৪৩। সমালোচনা যদি অত্যাধিক ভিত্তিহীন ও অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয় তবে ভীরুর মত আত্মসমর্পণ করে না।

১৪৪। পৃথিবীতে কেউ অনিন্দিত নয়। —ধম্মপদ

১৪৫। অপরের উপকার করে নিজে যে সন্তোষ লাভ করবে, সেটি হবে তোমার পুরস্কার।

১৪৬। জীবনকে আনন্দ ও মধুময় করে তোল।

১৪৭। মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করার একমাত্র উপায় হল তাহার সঙ্গে তাহার সবচেয়ে প্রিয় বিষয় বা বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা।

১৪৮। মানুষের ব্যবহারের একটি বিশেষ দিক আছে, সেটি হল সব সময় অণু লোককে শ্রেষ্ঠ ভাবতে দেওয়া, কারণ শ্রেষ্ঠ হওয়ার ইচ্ছা মানুষের জীবনের গভীরতম ইচ্ছা।

১৪৯। যে ভুল করে সে নিজেকে ছাড়া আর সবাইকে দোষারোপ করে।

১৫০। আমাদের মনে রাখা দরকার যে সমালোচনা হল পোষা পায়রার মতো, দূরে সরিয়ে দিলেও ঘরে ফিরে আসে।

১৫১। জাগীরা কাহাকেও ঘৃণা করে না, তাদের নীতি হলো সকলকে দয়া দেখানো, তাই তারা শান্ত থাকেন।

১৫২। ধৈর্য্যধারণ মানুষের একটি বড় গুণ ॥

১৫৩। অপরকে দিয়ে কাজ করানোর একটি উপায়, তা হল কাজের প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলা। যাতে সে নিজেই কাজটি করতে চায়।

১৫৪। ছোট খাট কিছু ভদ্র ব্যবহার মানুষকে সুন্দর করে তোলে।

১৫৫। রাস্তায় চলার অধিকার বজায় রাখতে গিয়ে প্রাণ হারিয়ে লাভ কি? আপনি নিভুল হতে পারেন, কিন্তু নিভুল হয়ে মরে লাভ কি?

১৫৬। ঘৃণার সাহায্যে ঘৃণা কখনো মুছে ফেলা যায় না, ভুল বুঝাবুঝিও কখনো তর্ক দিয়ে মেটানো যায় না। হৃদয় দিয়ে অশ্রুর দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করা উচিত।

১৫৭। কুকুরের কামড় খাওয়ার চাইতে কুকুরকে পথ ছেড়ে দেওয়া ভাল। অতএব তর্কে জিতবার উপায় হল তর্কে যোগ না দেওয়া।

১৫৮। জ্ঞানীদের জীবন পর্যালোচনা করা জ্ঞানী হওয়ার লক্ষণ।

১৫৯। স্পেনে একটি প্রচলিত শ্লোক,

*বিধাতা বলেন, তোমাদের যার যা প্রয়োজন সব কিছু—আরো কিছু নিয়ে যাও আর এসব নেওয়ার জন্য যে দামটুকু দিতে হয় শুধু সে দামটুকু দিয়ে যাও।

১৬০। যে লোক তার দেহ ও মনের সৌম্যতা ডিঙ্গিয়ে ভিন্ন এক রূপ খুঁজে পেতে চায়। সে বড় ভুল করে।

১৬১। প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে নিজের সঙ্গে কথা বল। সাহসের কথা, সুখ শান্তির কথা ক্ষমতার কথা, দেখবে নিজের মনে শান্তি এসেছে। উৎসাহ বেড়েছে।

১৬২। কাজের কৌশল হল এই তিনটি, (ক) যে কাজে হাত দেবে সেটি অবিলম্বে শেষ করতে চেষ্টা করবে। (খ) অসংখ্য কাজের মধ্যে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি প্রথমেই সম্পন্ন করবে। (গ) একবার কোন কাজ শুরু করলে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে কাজে লেগে থাকবে। এই হল কাজের কৌশল।

১৬৩। জীবন মানেই কাজ ও ব্যস্ততা, এটা সকলের জন্য। কাজই সবচেয়ে বড় জিনিষ, অণ্ডের কাজ করে যাও পরশ পাথর হাতে পেয়ে যাবে, পরেব জন্মে বাঁচতে হবে এই রূপ জ্ঞান অর্জন করতে পারলেই সাফল্য আসবেই।

১৬৪। সুস্থ শরীরের জন্য প্রয়োজন সুস্থ মন, সুস্থ মনের জন্য সুস্থ দেহ : একে অণ্ডের উপর নির্ভরশীল।

১৬৫। নিজের উপর বিশ্বাস না থাকলে কোন কাজেই সফল হওয়া যায় না, দোটানা মন বা নিরাশ মন নিয়ে কাজে নামলে সফল হওয়া যায় না নিজেকে সকল কাজে সর্বোত্তম করে তোল।

১৬৬। দরজা খুলে দাও, লুকায়িত শক্তিকে উদ্ধৃত্ত করে তোল, মহৎ কাজের জন্ত তাকে ব্যবহার কর।

১৬৭। তোমাদের সকলকে এই ধরণের একটি মন সৃষ্টি করা উচিত, প্রতিদিন একটি নিয়ম মেনে চলা, সাড়া দিনের কাজের শেষে পিছন ফিরে নিজেকে প্রশ্ন কর, আজ আমি কি শিখেছি, আজ কি কি ভুল করেছি, কি করলে ভাল হত, তারপর আগামী কালের কথা ভাব, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকর কোনটি উত্তম কাজ।

১৬৮। কালিদাস একটি কবিতায় লিখেছেন :—আজকের এই অল্পসময়ের মধ্যেই আছে জীবনের পূর্ণতা, কারণ গতকাল তো স্বপ্ন। আগামীকাল অনাগত। কিন্তু আজ এই মুহূর্ত যদি ভাল ভাবে বাঁচা যায় তা হলে গত কাল গুলি সুখের স্বপ্ন হয়ে দেখা দেবে। আর আগামী কালগুলো আশায় ভরে উঠবে। অতএব আজকের দিন এই মুহূর্তের দিকে তাকাও।

“ভোরের এই হল প্রার্থনা”

১৬৯। “শৃংখলা স্বর্গের প্রথম আইন” —কবি পোপ

১৭০। আনন্দদায়ক কিছু করার বেলায় সাধারণত ক্লান্তি আসেনা। ক্লান্তি আসে দুশ্চিন্তা, হতাশা থেকে। কাজে আনন্দ থাকলে দ্রুত কাজ করা যায়। তোমার কাজকে আনন্দময় করে তোল।

কাজের মধ্যে সুখ না পেলে অথ কোথাও সুখ পাবে না, কাজে আনন্দ অনুভব করলে দুশ্চিন্তা দূর হয় সময় ও কাটে আনন্দে।

১৭১। আমাদের কি আছে তা কদাচ ভাবি, কি নেই সে চিন্তায় ডুবে থাকি। এই প্রবণতাই পৃথিবীর বুকে মানুষের জন্ত সবচেয়ে বড় সমস্যা। ইতিহাসের সকল যুদ্ধ ও রোগের চেয়েও মারাত্মক ক্ষতি করে এই প্রবণতা।

তোমাদের অন্তত দুইটি চোখ, দুইটি হাত, দুইটি পা যখন আছে তবে আর চিন্তা কি? কোন দুঃখে হতাশ হও?

১৭২। প্রতিটি মানুষের জীবনে অন্তত দুইটি লক্ষ থাকে।

প্রথমতঃ আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি আয়ত্তে আনা। দ্বিতীয়তঃ সে বস্তুটিকে উপভোগ করা। পৃথিবীর সেরা জ্ঞানীরাই দ্বিতীয় কাজটি সম্পন্ন করতে পারে।

১৭৩। মনে রাখা উচিত :—

“কেউ কখনো মরা কুকুরকে লাথি মারে না।”

অর্থাৎ যারা সমালোচিত হয়, তাদের মধ্যেও প্রতিভা রয়েছে। যাদের কোন প্রতিভা নাই, কোন কর্ম শক্তি নাই তাদের কোন সমালোচনাও নাই।

১৭৪। ভাল কাজের দুইটি (অভ্যাস থাকা উচিত) উপায়।

(ক) গুরুত্ব অনুযায়ী কাজে হাত দেওয়া।

(খ) সমস্যা এলেই সমাধান করে ফেলা, সিদ্ধান্ত কখনো ফেলে রেখোনা।

১৭৫। ভোর ৪ ঘটিকায় ঘুম থেকে উঠা উচিত। কেন না এই সময় সুস্থভাবে চিন্তা করা যায় এবং দিনের কাজের পরিকল্পনা করা যায়। কোন কাজের গুরুত্ব বেশী, কেনটি প্রথম করতে হবে সেটি ভাবা যায়।

১৭৬। পরের দ্বারা কাজ করানোর ক্ষমতা থাকতে হবে। সাংগঠনিক ক্ষমতা থাকতে হবে। অভিজ্ঞতা থেকে এটাও জানা যায় যে, ভুল লোকের উপর কোন কাজের দায়িত্ব দিলে কি মারাত্মক সর্বনাস হতে পারে।

১৭৭। যদি শুন যে কেউ তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছে, তাহলেও ফিরে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করো না।

মানুষের অন্তায় সমালোচনা বন্ধ করতে না পারলেও কারো অমঙ্গল কামনা করো না।

১৭৮। যতক্ষণ জানবে যে তুমি সঠিক পথে চলেছ—ততক্ষণ

কারো কোন কথায় পিছপা হয়ো না। সঠিক কাজেও সমালোচনা আসবে। কাজ করলেও সমালোচনা হবে, না করলেও তাই হবে।

১৭৯। তুমি যা করছ, পরিণামে তা যদি সঠিক প্রমাণিত হয়, তবে সমালোচনায় কিছু যায় আসে না।

১৮০। সাধ্যমত ভাল কাজ করে যাও, নিজের মত কাজ করে যাও, সমালোচনার পাথর তোমাকে আঘাত করতে পারবে না। সমালোচকরাই মুখ খুবড়ে পড়ে থাকবে।

১৮১। অন্তের সংশোধন করতে যাওয়ার পূর্বে নিজের কথা ভাব।

১৮২। তোমাদের মন্দ আচরণ, আরো মন্দ আচরণকে ডেকে আনবে।

১৮৩। সমালোচনা, নিন্দা ও অভিযোগ করে শুধু বোকারা, সবকিছু জানতে হলে সবকিছু ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে।

১৮৪। প্রতিটি নতুন লোকের সাক্ষাৎকার তোমাকে নতুন কিছু শিক্ষা দেবে। কেন না তারা কোন না কোন ক্ষেত্রে তোমার চেয়ে বেশী জানে।

১৮৫। বরশীতে যেমন মাছের পছন্দ অনুযায়ী খাবার দিতে হয়। জাম অথবা মাখন দিলে কোন লাভ হয় না। সেইরূপ “কারসাথে কি আচরণ করতে হবে সে পদ্ধতি জেনে রাখা উচিত।”

১৮৬। অন্তের সম্পর্কে আগ্রহ না দেখালে, তারা তোমার প্রতি আগ্রহ দেখাবে কেন? বন্ধুত্ব অর্জন করতে হলে লোকজনকে সম্বোধন করতে হবে খুবই আন্তরিকতার সাথে। যেন অপর ব্যক্তি খুশী হয়।

—মঙ্গলশূত্র, সুভাষিতা চ যা বাচা

১৮৭। এমন ব্যবহার কর, যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা কর।

১৮৮। কোন এক জ্ঞানী ব্যক্তি তার পুত্রকে বলেছিলেন, “অন্তের চেয়ে জ্ঞানী হও ভাল, কিন্তু অন্ধকে তা জানতে দিও না।”

“মানুষকে শিক্ষা দাও গোপনে গোপনে, জানাও তারে অজানারে না জানার ভানে।”

১৮৯। “মুখের উপর ভুল ধরে দিলে বিপদ হতে পারে।”

কারণ তখন ভুল লোকটির আশ্রয় অহংকারে ঘা লেগে যায়।
সুতরাং সতর্কতার সহিত কথা বলবে।

১৯০। “ধীরে ধীরে হাঁটলে বহু পথ হাঁটা যায়।” অলস হয়ে বসে থাকলে পথ আর এগুবেনা, নিরলস ভাবে ধীরে ধীরে কাজ করলেও অনেক কাজ করা যায়।

১৯১। কাউকে সঠিক পথে আনতে হলে এমনভাবে কথা বলতে হবে যেন সে মনে কোন আঘাত না পায়, যেন তার মধ্যে দুঃখবোধ জাগ্রত না হয়। ‘পরোক্ষভাবে তার ভুল ধরিয়ে দাও।’

১৯২। কয়েকটি অভ্যাস আয়ত্ত্ব কর।

- (১) জরুরী কাজের কাগজ-পত্র ছাড়া টেবিল থেকে অন্তসব কাগজ সরিয়ে ফেল।
- (২) গুরুত্ব অনুযায়ী কাজে হাত দাও।
- (৩) সমস্যা সমাধানের মত প্রয়োজনীয় তথ্য হাতের কাছে থাকলে তক্ষুনি তা সমাধান করে ফেল।
- (৪) ভাল ভাবে সংগঠন ও পরিদর্শনের জ্ঞান আয়ত্ত্ব কর।
- (৫) কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসর নাও, কাজের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার কর।
- (৬) সুবিধাগুলির কথা ভাব, অসুবিধা নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবে না।
- (৭) কখনো অস্থায়ীভাবে কাহারো সমালোচনা করবে না।
- (৮) সব কাজেই সর্বাঙ্গক প্রচেষ্টা নিয়োগ কর।
- (৯) কারো সমালোচনা বা নিন্দা করবে না, কারো বিরুদ্ধে কোন অস্থায়ী অভিযোগ করবে না।

- (১০) আস্তুরিকভাবে লোকের প্রশংসা কর।
- (১১) অন্তের জীবন সম্পর্কে আগ্রহ প্রদর্শন কর।
- (১২) অন্তকে গুরুত্ব দাও এবং তাহা আস্তুরিকতার সঙ্গে কর।
- (১৩) অন্তের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। কখনো সরাসরিভাবে কারো ভুল ধরে দিবে না।
- (১৪) সকলের সঙ্গে বন্ধুর আয় ব্যবহার কর।
- (১৫) অন্তের মধ্যে হাঁ সুচক জবাব সৃষ্টি কর।
- (১৬) কারো উপর জোর করে কোন ধারণা চাপিয়ে দিবে না।
- (১৭) পরোক্ষ ভাবে ভুল ধরিয়ে দিবে।
- (১৮) কারো সমালোচনার পূর্বে নিজের ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হবে
- (১৯) সরাসরি নির্দেশ না দিয়ে কেবল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর।
- (২০) অন্তকে মুখ রক্ষা করার সুযোগ দাও। তুমি কখনো ভেবে দেখেছ কি ?

কুকুরকে বেচে থাকার জন্য কোন কাজ করতে হয় না।

মুরগীকে ডিম দিতে হয়, গাভীকে দুধ দিতে হয়, পাখীকে গান গাইতে হয়, কিন্তু কুকুর আর কিছুই করে না।

কেবল “তোমাকে ভাল বাসে”।

১৯৩। কালকের জন্য কোন কাজ ফেলে রেখ না, কারণ কালকে করার জন্য অনেক কাজ পরে আছে।

১৯৪। অজ্ঞকে সংবুদ্ধি দিলে—নিজের বুদ্ধিও লোপ পায়।

১৯৫। অতীতকে ভুলে যাও, অতীতের দুশ্চিন্তার ভার অতীতকেই নিতে হবে, অতীতের কথা ভেবে অনেক বোকাই মরেছে।

আগামী কালের বোঝা অতীতের বোঝার সঙ্গে মিশে আজকের বোঝা সবচেয়ে ভারী করে তুলবে। ভবিষ্যৎকে ও অতীতের মতোই দৃঢ় ভাবে দূরে সরিয়ে দাও, আজই তো ভবিষ্যৎ—কাল বলে

জানো কিছুই নাই। মানুষের মুক্তির দিন তো আজই। ভবিষ্যতের কথা যে ভাবে সে ভোগে শক্তিহীনতায়, মানসিক দুশ্চিন্তায়, স্নায়বিক দুর্বলতায়, অতএব অতীতের এবং ভবিষ্যতের দরজায় আগল লাগাও, আর শুরু করো দৈনিক জীবন নিয়ে বাঁচতে। কাল কি হবে সে চিন্তা কালকের উপরই থাক। আজকেই বহু কাজ করার আছে।

—কালিদাস

১৯৬। যুদ্ধেই হোক আর শান্তিতেই হোক ভাল চিন্তা এবং খারাপ চিন্তার মধ্যে পার্থক্য এই—ভাল চিন্তা হল, কার্যকারণ বিচারকের যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আর খারাপ চিন্তা প্রায়ই স্নায়ুকে ব্যতিব্যস্ত করে, এমন কি একজন তাতে ভেঙ্গেও পরতে পারে।

(ক) নিজেকে জিজ্ঞাসা করো সবচেয়ে খারাপ কি হইতে পারে।

(খ) সেটা ঘটবেই যখন সেটাকে গ্রহণীয় করে তোল ॥

(গ) তার পরে শান্তভাবে চিন্তা কর সবচেয়ে খারাপ অবস্থা থেকে কিভাবে উন্নতি করা সম্ভব।

১৯৭। ঘৃণা মানুষের খাটকেও বিশ্বাস করে তোলে। “ঘৃণার সঙ্গে কচি পাঁঠার মাংসের চাইতে প্রীতির সঙ্গে নিরামিষ (শাকভাত) ভোজন অনেক ভাল।

১৯৮। অস্থায়ীভাবে নিগ্রহ ভোগ করা বা ডাকাতির দ্বারা আক্রান্ত হওয়া কিছুই নয়। তবে এসব মনে রাখলে আলাদা কথা।

১৯৯। কোন লোককেই কোন কাজের জন্য অতিরিক্ত প্রশংসা অথবা নিন্দা কিছুই করা উচিত নয়। কারণ আমরা সবাই আমাদের অবস্থা পরিবেশ শিক্ষা, অভ্যাস, বংশগত ধারা ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল এবং চিরকাল থাকবও।

লিংকন।

২০০। প্রতিশোধ নেবার কথা ভাববে না। এর ফল শত্রুর চাইতে ও তোমার বেশী ক্ষতি হতে পারে। প্রতিশোধ আর বিচার এক নহে। বিচার হল গ্নায়সঙ্গত শান্তিপূর্ণ সমাধান।

২০১। পৃথিবীতে ভালবাসার একটি মাত্র উপায় আছে। সে হল ফেরত পাওয়ার আশা না করে ভাল বেসে যাওয়া।

২০২। আদর্শ মানুষ সে যে অশ্রুর উপকার করে আনন্দ পায়। কিন্তু অশ্রুলোকে তাঁর উপকার করলে লজ্জা বোধ করে। দয়া করা শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ। দয়া গ্রহণ করা নিকৃষ্টতার লক্ষণ।

—এরিষ্টটল

২০৩। তোমার মনে রাখা উচিত যে কৃতজ্ঞতা বোধ শিক্ষা সাপেক্ষ। যদি ছোটদের কৃতজ্ঞ দেখতে চাও তাহলে তাদের কৃতজ্ঞ হওয়া শিখাতে হবে।

২০৪। লেবু থাকলে লেমোনেট তৈরী করা যায়। অর্থাৎ কিছু থাকলে তার উপর ভিত্তি করে অগ্নি কিছু সৃষ্টি করা যায়। যার কিছুই নাই তার পক্ষে কিছু করা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে।

২০৫। সবচেয়ে ভাল জিনিস, সবচেয়ে কঠিন ও বটে।

২০৬। ছশ্চিন্তার একমাত্র ঔষধ হল সত্যধর্মে বিশ্বাস।

২০৭। প্রার্থনা এবং সত্যধর্মে অগাদ বিশ্বাস ছশ্চিন্তা মুক্ত করে। উদ্বেগ ভয় ইত্যাদি যাহা মানুষের অর্ধেক ছুভোগের কারণ, সেগুলো দূর করে।

২০৮। যাহা ঘটে মঙ্গলের জন্মই অতএব ছশ্চিন্তা করে লাভ কি?

২০৯। মানুষ বিশ্বাসের ফলেই বেঁচে থাকে আর বিশ্বাস একেবারে না থাকলে মানসিক থেকে ধ্বংস অনিবার্য।

২১০। প্রার্থনা না করলে বহুদিন পূর্বে আমি পাগল হয়ে যেতাম

—গান্ধী

২১১। একজন লোক সবচেয়ে বড় শক্তি লাভ করে—সে হল “প্রার্থনা”।

২১২। গঠন মূলক ভাবে চিন্তা কর। ব্যাপারটা কতখানি খারাপ হতে পারে। ইহা কি ভাল হতে পারে না? আর কি কোন উপায় নেই। আশা নেই? কেমন করে তুমি অবস্থাটা-কে ভাল করতে পার।

২৩। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির এপৃথিবীতে কোন কাজ করা সম্ভব নহে। এমন কি ধর্ম ও নহে।

২১৪। ভুল লোকের উপর কাজের ভার দিলে সর্বনাশ হবার সম্ভাবনা বেশী।

২১৫। ঘুমাতে না পারলে উঠে পড়, যতক্ষণ না ঘুম আসে কাজ কর। বই পড় মনে রেখ না ঘুমিয়ে কেউ মরে যায় নি। প্রার্থনা কর। শরীরটাকে সহজ কর। ব্যায়াম কর। পরিশ্রম করলে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পরবে।

২১৬। অমনযোগের প্রার্থনা অপেক্ষা মনযোগের ঘুম অনেক ভাল। —হযরত আলী

২১৭। গর্ব না করাই গর্বের বিষয়, বড় হয়েও নিজেকে বড় মনে না করা গৌরব জনক। —প্লেটো

২১৮। মানুষকে প্রেম করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম মানুষের জন্ত ত্যাগ স্বীকার কর। মানব হৃদয়ের ব্যথা অনুভব কর। ধর্মের নামে মিথ্যাচরন করো না।

ডাঃ লুৎফার রহমান।

২১৯। যারা তাদের সম্ভানদের দোষত্রুটি দেখতে পায় না। তাদের সম্ভানদের দোষ ত্রুটির সংশোধন কখনো হয় না।

২২০। এমন সৌভাগ্যবান কেহই নাই যাকে দুঃখ এবং দুঃস্থ স্পর্শ করে না।

২২১। যারা শুধু উপার্জনই করে নিজে ভোগ করে না,
তাদের সেই উপার্জনের কোন তাৎপর্য্য নাই।

২২২। পরের বিপদে খুশী হয়ো না কারণ তোমার আগামী-
কাল কিরূপ যাবে তা তুমি জাননা।

২২৩। যে ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষার কষ্ট সহ্য করতে পারেনা তাকে
সাড়া জীবন অজ্ঞতার কষ্ট সহ্য করতেই হয়। এরিষ্টটল।

২২৪। যে লোক কুপার পাত্র তাকে প্রার্থনার পূর্বে কুপা কর।

২২৫। নরকে যাবার সময় কোন বন্ধু সঙ্গে যাবে না।

—জর্জ হার্বাট

২২৬। কাজকে অবশ্যই ভাল বাসতে হবে। শুধু ভাল
বাসলেই চলবে না। কাজের প্রতি আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গী ও থাকতে
হবে।

২২৭। একজন সম্রাট স্ত্রীর কাছে স্বামী ছাড়া আর কিছুই
নয়। —বায়রণ

২২৮। সৌন্দর্য্য প্রতিটি জিনিসেই আছে কিন্তু প্রত্যেকে তা
দেখতে পায় না। কনফুসিয়াল।

২২৯। সততার পুরস্কার তুমি অবশ্যই পাবে।

—ফ্রান্সি বেকন।

২৩০। সন্দেহ প্রবন হওয়ার চাইতে সহজ বিশ্বাসী হওয়া
ভাল।

২৩১। মানুষকে ঘৃণা করে স্বর্গে যাওয়ার আশা দূরাশা—

—জর্জ হার্বাট

২৩২। যারা সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, তাদের ভয় পেয়ে
পিছিয়ে যাওয়াটা বোকামী।

—ষ্টীফেন ফিলিপ

২৩৩। হয়তো মানুষের মত হুশ করে কথা বল, নতুবা গবাদি
পশুর মত চুপ থাক। —শেখ সাদী

২৩৪। তুমি জীবনের যতখানি কর্তব্য সম্পন্ন করতে পার, জীবনের যতখানি সুন্দর সত্য পালন করতে পার, তুমি ততখানি মানুষ ॥
—ডাঃ লুৎফর রহমান

২৩৫। যৌবনকালে অর্ধেক খাও, আর অর্ধেক সঞ্চয় কর।
যৌবনেব সঞ্চয় বৃদ্ধকালের অবলম্বন,
—সক্রেটিস

২৩৬। পুণ্য কাজ কর, কষ্ট কর, সে কষ্ট ক্ষণস্থায়ী আর পুণ্য কাজটি চিরস্থায়ী, মন্দ কাজ সুখকর কিন্তু সে সুখ ক্ষণস্থায়ী।
—প্লেটো

২৩৭। ভাগ্যবান উর্দে আরোহন করে, তাই তার চলার গতি হয় মন্তর। দুর্ভাগা নিম্নে অবতরণ করে, তাই তার চলার গতি হয় দ্রুততর—প্রস্তর যেমন উপর থেকে নিচে গড়িয়ে পরে।
—এরিস্টটল।

২৩৮। গোঁড়ামিই ঝগড়ার সূত্রপাত ঘটায়, কিন্তু বুদ্ধিমান লোক সবসময় আপোস কামনা করে।

—হজরত সোলাইমা

২৩৯। বিশুদ্ধতম তো বা (ধর্মের নামে সপদ) এটাকেই বলা হয়, যে মন্দ কাজ হতে বিরত হয়ে উহা জীবনে আর যেন করা না হয়।
—হজরত ওমর

২৪০। কৃপন লোক সমাজের ঘৃণিত ও নরকের নিকটবর্তী, পরিবারভুক্তদের মধ্যে যারা অভাবগ্রস্ত তাদের অভাব দূর করার জন্য সর্বপ্রথমে তাদের সাহায্য কর।

(মঙ্গলসূত্রের ৬নং গাথার অনুকূলে হযরত মহম্মদও তাই বলেছেন।)

২৪১ ॥ আছে যাহা আপন হাতে,

নিত্য খুশী থাক তাতে।

—সন্তুটি পরমংধনং

পরজব্যে করলে আশা

ছুঃখ পাবে সর্বনাশ।

—অদিমদান, দ্বিতীয় শীল

২৪২। দারিদ্রতা মহা অভিশাপ।

‘ওহে দারীদ্র তুমি আমার জীবনের সমস্ত মাধুর্য্যকে
নিঃশেষ করে দিলে।’ —জুভেনাল

২৪৩। প্রত্যেকের কথা ধৈর্য্য ধরে শোনা একটি ভাল
অভ্যাস। —লুসি লারকস

২৪৪। প্রত্যেক লোকের তার কর্মক্ষমতার উপর আস্তা থাকা
উচিত। —উইলিয়ম ব্ল্যাক

২৪৫। সত্যের নিকট ছুঁতিলি কখনো জয়ী হতে পারেনা।
—সেক্সপিয়র

২৪৬। শুধু অর্থ উপার্জন নয়, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের
চরিত্র গঠন করা। —হারবার্ট স্পেনসার

২৪৭। আমি আমার বিশ্বস্ত বন্ধুকে যেমন ভালবাসি,
শত্রুকেও তেমন ভালবাসি, কারণ এরা দুই জনেই আমার উন্নতির
মূলে সমানভাবে কাজ করে।

—বানাডস্

২৪৮। যে কোন দুঃখকে সহজভাবে বরণ করে নও। দুঃখের
অনুভূতিটা কম হবে।

২৪৯। যে নিজের সতর্কতা অবলম্বন করে না, দেহরক্ষী তাকে
বাঁচাতে পারে না। —হজরত আলী

২৫০। ঝগড়া চরমে পৌঁছার আগেই ক্ষান্ত হও।

—হজরত সোলাইমান

২৫১। ভদ্রলোক সে ব্যক্তি, বড়লোক সে ব্যক্তি যে সত্যের
উপাসক, যে মানুষকে সমাদর করে। চরিত্র ও মহত্ব যার গৌরব।

—শেখ সাদী

২৫২। ভাল কথা খারাপ লোকে বললেও তাহা গ্রহণ করবে।

—সক্রেটিস

২৫৩। বুদ্ধি যেখানে প্রবল লালসা সেখানে দুর্বল। —প্লেটো

২৫৪। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা একটি প্রশ্ন নিয়ে বিব্রত থাকি। তা হচ্ছে আমরা কি পেলাম। কি দিতে পারলাম তাহা নহে।

২৫৫। বন্ধুত্ব একটি বৃক্ষের ছায়াদানের মতো।

২৫৬। তোমাদের যদি কোন কাজ না থাকে তবে গত বছরের রোপন করা গাছে জল দাও।

২৫৭। অত্যাধিক অপমান করাটা হচ্ছে কালো মূদ্রার মতো, এর দ্বারা আমরা কারো বা নিজের উপকার করতে পারিনা।

—সিনেকা

২৫৮। ভালবাসা এবং লজ্জারাজ্ঞানো মুখমণ্ডল কখনো লুকানো যায় না।

—টমাস হলক্রফট

২৫৯। পথ হেঁটে হেঁটে যারা ক্লান্ত তারাই দূরত্ব অতিক্রমের কষ্ট ভাল বুঝতে পার।

—হেনরী জেমস

২৬০। মনের বল সমস্তাসঙ্কুল জীবন পথে চলার একমাত্র অস্ত্র।

—কার্ত্তিস

২৬১। প্রথমে গৃহের প্রত্যেকের মন জয় কর। বাইরে সবার সঙ্গে মধুর ব্যবহার করবে আর গৃহে অসন্তোষের আগুন জ্বালাবে এটা ঠিক নয়।

২৬২। এ আলোক পথ দেখাও। দূরের দৃশ্য আমি দেখতে চাইনা। আমার এক পা চলাই সব।

২৬৩। প্রত্যেককে ভালবাস, কিন্তু বিশ্বাস কর অল্পকে।

২৬৪। পাপ যে করেছে, পাপের জন্তে অনুশোচনা একদিন তাকে করতেই হবে।

—ধর্মপদ

২৬৫। মেঘ যদি না থাকতো তবে সূর্যকে আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম না।

—জন রে

২৬৬। তোমরা পাঁচটি ঘটনার পূর্বে পাঁচটি বিষয় সম্বন্ধে জানবে। তাহা হল—

তোমার বৃদ্ধবয়সের পূর্বে তোমার যৌবনকে,
 “ব্যাধির পূর্বে স্বাস্থ্যকে,
 দারিদ্রের পূর্বে সচ্ছলতাকে
 কর্মব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে এবং
 মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে।”

—হঃ মহম্মদ

২৬৭। যে ব্যক্তি বেশী কথা বলে, সে ব্যক্তি সর্বাধিক সমালোচিত হয়।

—হঃ আলী

২৬৮। যে ব্যক্তি নির্বোধের মাধ্যমে বার্তা পাঠায় সে আপন পায়ে কুঠার মারে।

—হঃ সোলাইমান

২৬৯। ভদ্র হতে হলে নম্র হতে হবে, কেননা বীজ মাটিতে না পড়লে অঙ্কুরোদগম হয় না।

—সেখ সাদী

২৭০। অযোগ্য শাসনকর্তার মত দেশ ও জাতির বড় ক্ষতি আর কেউ করতে পারে না।

—এরিষ্টটল

২৭১। যে ব্যক্তি মানুষকে এড়িয়ে চলে তুমি তার সান্নিধ্যে যাও। আর যে লোক মানুষের সাথে আড্ডা দিয়ে বেড়ায় তুমি তাকে এড়িয়ে চল।

—প্লেটো

২৭২। ভাগ্য সাহসীকেই সহায়তা করে মাত্র।

২৭৩। মিথ্যাবাদী তোষামোদকারী শঠ হৃদয়হীনের মুখে আমি দেখেছি শয়তানের মুখ। পরশ্রীকাতরতা অপ্রেমিক মোনাফেকের মুখে আমি দেখেছি শয়তানের মুখ। জগতের সমস্ত সৌরভ, সমস্ত পরিচ্ছদ, সমস্ত সৌন্দর্য্যের সাধ্য নাই শয়তানের মুখছবি ঢাকে। যে তা দেখেছে সেই ভয় পেয়েছে।

—ডাঃ লুৎফর রহমান

২৭৪। সাহিত্য জীবনের রস সাহিত্য জাতীয়তার রূপ, সাহিত্য অমৃতায়মান শক্তির উৎস।

—এয়াকুব আলী

২৭৫। প্রতিটি লোকের ব্যক্তিগত ইতিহাস পবিত্র বাইবেলে পরিণত হতে পারে।

—নোভালিস

২৭৬। স্নেহান্বিত হয়ে দায়িত্বকে এড়ানো অবিবেচকের কাজ।

—পলরিচ্টার

২৭৭। মনে যাহা চায় না, তা কখনো করা উচিত নয়।

সে কাজে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা খুব কম।

২৭৮। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির যা আচরণ করেন সাধারণ মানুষেরা তা

অনুসরণ করে।

—গীতা

২৭৯। প্রত্যেকের শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে সেইটুকু যেটুকু

তার নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে পেরেছে।

২৮০। অত্নের কল্যাণ করবার সময় অন্তরে বিশ্বাস রেখো যে,

তুমি নিজেরই কল্যাণ সাধন করছ।

—আঃ ফারাবী

২৮১। অপাত্রে অনুগ্রহ বিতরণের চেয়ে বিরম্বনা আর কিছুই

নাই।

২৮২। কে তোমার অমঙ্গল করলো তুমি কার মঙ্গল করলে

উভয়টি ভুলে যাও।

—এরিষ্টটল

২৮৩। শান্তি সকল সময়েই সুন্দর।

২৮৪। বাক্য ও প্রতিজ্ঞা ঠিক না রাখা চরম অভদ্রতা। মানুষ

যত ধর্ম কর্ম করুক না যদি সত্যপালন না করে তবে তাকে ভদ্র বলা চলে না। ধার্মিক বলা তো দূরের কথা।

—ডাঃ লুৎফর রহমান

২৮৫। সেতু বা নৌকার সমস্যার সমাধান না হলে নদী পার

হওয়ার কথাটা একটা ফাঁকা বুলি। পদ্ধতির সমস্যার সমাধান না হলে কর্তব্য সম্পন্ন করার কথা ও বাজে কথা মাত্র। —মাও সে তুং

২৮৬। ধর্ম্য ধর সহ্য কর কাজ কর দেখবে সুন্দর প্রভাব

তোমার দুয়ারে আগত।

—জিন ইন্ জোলা

২৮৭। যাহা সত্য মিথ্যা কোনদিন তাকে স্পর্শ করতে

পারেনা।

২৮৮। প্রকৃতির কাছ থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করে, তার শিক্ষার কোন খাদ থাকে না। —ফ্রাঃ কন্ফোর্ড

২৮৯। অজ্ঞদেরকে মৃত্যুবরণ করার পূর্বেই মৃত অবস্থায় কাল-যাপন করতে হয় এবং সমাধিস্থ হবার পূর্বেই তাদের শরীর সমাধির আধারে সমাহিত। কেননা তাদের অন্তর মৃত। আর মৃতের স্থান সমাধি। —হঃ আলী

২৯০। মন্দ কাজ থেকে আত্মরক্ষার জন্য পরিচ্ছন্ন মনের প্রয়োজন। মন পরিচ্ছন্ন থাকলে দেহও পরিচ্ছন্ন থাকে। —ইঃগজ্জালী

২৯১। যে সৎ ব্যক্তি অসৎ ব্যক্তির পিছনে ঘোরে সে সত্যই করুণার পাত্র। —সক্রেটিস

২৯২। বুদ্ধিমান চাষার ছেলে রাজার উজীর হয়। আবার নির্বোধ উজীরের ছেলে চাষার নিকট ভিক্ষা চায়। —শেখ সাদী

২৯৩। মুখে মানবতার বড় বড় বুলি আওড়ায় অথচ মানুষকে ঘৃণা করে এমন লোকের সংখ্যা কম নয়। —জর্জ হার্বাট

২৯৪। জীবনের সারিবদ্ধ মিছিলে যে শৃঙ্খলা এবং ধর্ম্য বজায় রাখতে পারবে না, তার জীবনে ব্যর্থতাই আসবে বার বার। —সার হেলেন

২৯৫। শিশু এবং বোকারা মিথ্যা বলে না।

২৯৬। অহংকার মানুষের সুন্দর সম্পর্ককে বিনষ্ট করে। —লংফেলো।

২৯৭। প্রত্যেকের জীবনেই এমন একটি স্বর্ণোজ্জ্বল দিন থাকে যার কখনো মৃত্যু হয় না। —ওয়ার্ডসওয়ার্থ

২৯৮। জানা সত্ত্বেও মেনে না চলার চেয়ে না জানাই ভালো। —টেনিসন

২৯৯। জগত একটি পান্থশালা কিন্তু দুর্ভাগ্যের আস্তানা ; —হঃ আলী

৩০০। কুঁড়ি ফোটার মধ্যে একটি মাত্র মহৎ উদ্দেশ্যই বিद्यমান
তা হচ্ছে অন্তকে সুরভী ও সৌন্দর্য্য দিয়ে মুগ্ধ করা।

—নিকোলাস মুলার

৩০১। অভিজ্ঞতা হচ্ছে দালান তৈরীর প্রয়োজনীয় উপকরণের
মতো ;

—ম্যানিলিয়াস

৩০২। আত্ম বিশ্বাসই হচ্ছে জীবনের শক্তি।

—লি ও টলষ্টায়

৩০৩। মানুষ আমার ভাই, মানুষ কর্মী, মানুষ সবসময় নতুন
কিছু সৃষ্টির চেষ্টা করে।

—টেনিসন

৩০৪। কিছুদিন পর পরই যখন তোমার মতের পরিবর্তন হচ্ছে
তখন আর কোন মুখে নিজের মতের উপর ভরসা কর ?

—ইবনেসিনা

৩০৫। উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করে গর্ববোধ করো না, কারণ
তাতে তোমার কোন কৃতিত্ব নেই।

—ফাণ্ড'সাল

৩০৬। জীবনে ভুলের পরেই মঙ্গল, অন্ধকারের অলি-গলি পার
হয়েই তো আমরা আলোর সন্ধান পাই !

—শেখ সাদী

৩০৭। অল্পতেই যারা বিবাদগ্রস্থ হয়, এই সমস্তাসংকুল
পৃথিবীতে তারা বাঁচার আনন্দ পায় না

—ম্যানাজারো

৩০৭। সত্যধর্ম ছাড়া সমস্ত কিছুই দিন দিন পরিবর্তন ঘটে।

সহজ সরল ভাবে জীবন যাপন করার মধ্যে অগৌরবের কিছুই
নাই।

৩০৮। দেহ থেকে পূঁজ অথবা টিউমার বের করার চেয়ে, মন
থেকে মন্দ চিন্তা বের করে দেওয়ার প্রয়োজন অধিক।

৩০৯। জীবনে সংগীর প্রয়োজন অপরিসীম, কিন্তু এমন সংগী চাইনা যে জীবনকে ছঃসহ করে তুলবে।

—অসেবনাচ বালানাং, মঙ্গল সূত্র।

৩১০। প্রতারকের গাল ভরা কথা থাকে।

—ডেভিড হিউম

৩১১। যদি মানুষ তার স্বল্পস্থায়ী জীবন থেকে আনন্দ পেতে চায় তা হলে তাকে কেবল নিজের জ্ঞান নয়, অন্যদের জ্ঞানও উন্নতির চেষ্টা করতে হবে।

৩১২। বৃক্ষের সার্থকতা যেমন ফল ধারণে সেইরূপ নৈতিক গুণাবলীর সার্থকতা পরম শান্তি লাভে। চরম ও পরম শান্তি লাভের পথ হচ্ছে ক্রমাগত সংজীবন যাপন করা।

—আলফারবী

৩১৩। পৃথিবীতে অসম্ভব এমন কোন কাজ আছে বলে আমি জানি না।

—নেপোলিয়ান

৩১৪। যিনি নিজেকে নিজে ভালবাসে না,
তিনি পৃথিবীতে আর কাউকেও ভাল বাসে না।
যিনি নিজেকে নিজে ভাল বাসেন,
তিনি অপরকেও ভাল বাসেন।

নিজেকে ভালবাসা মানে—সকল প্রকার অকুশল-পাপ কর্ম থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা, নিজের সকল প্রকার চারিত্রিক কর্মগুলি শুদ্ধ রাখা।

৩১৫। পৃথিবীর যে কোন স্থানে যে কোন অশান্তি ঘটুক তার মূলে রয়েছে মাত্র পাঁচটি কারণ। হত্যা, চুরি, ব্যাভিচার, মিথ্যা ও নেশাদ্রব্য সেবন। এইগুলি পরিহার করতে পারলে পৃথিবী অনেক শান্তিময় হয়ে উঠতো।

—তথাগত বুদ্ধ

৩১৬। ভুল কাজ বেশী করার চেয়ে শুদ্ধকাজ অল্প করা অনেক ভাল, কারণ ভুল কাজের কোন ভাল ফল নাই।

৩১৭। এমন করে কথা বল যেন

অন্তের প্রাণে আঘাত না পায়।

৩১৮। শ্রদ্ধেয় জ্যোতিপাল ভাস্কর রচিত নিম্নী বাক্য।

- (ক) বয় বৃদ্ধের সেবাপূজা যেই ঘরে আছে,
গৃহ রত্ন বলি তাহা গণ্য জ্ঞানী কাছে।
- (খ) সুসংযত জীবন হয়, অতি সুখময়,
অসংযত জীবন কিন্তু ভারি দুঃখময়।
- (গ) ধার্মিককে রক্ষা করে ধর্মে সুনিশ্চয়,
অধার্মিক নরের আশ্রয় নিরয়েতে হয়।
- (ঘ) সুজনেরা খোঁজে গুণ ভ্রমর যেমন,
দুজনেরা খোঁজে দোষ মক্ষিকা মতন।
- (ঙ) এমন জীবন করিতে হইবে গঠন
মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।
- (চ) নষ্টিতে চাও যদি আত্মীয়ের মন,
ঋণ দান দিও তারে পালাবে তখন।
- (ছ) ইষ্টতার স্থায়ীত্ব যদি করহে কামনা,
তার কাছে ঋণ দান গ্রহণ করো না।
- (জ) কল্যাণ মিত্র হতে যদি কষ্টলাভও হয়,
তথাপি তাহাকে ত্যাগ না কর নিশ্চয়।
- (ঝ) হীনের সংশ্রবে ক্রমে জ্ঞান হয় ক্ষয়,
জ্ঞানীর সংশ্রবে জ্ঞান ক্রমে বৃদ্ধি হয় ॥
- (ঞ) জ্ঞান বাড়াতে হলে জ্ঞানী সঙ্গ কর,
শিক্ষকের সংশ্রবে যথা শিক্ষা পায় নর ॥
- (ট) যে সাপের গলে আছে মণি মূল্যময়,
সে সাপে ভয় অতি জানিও নিশ্চয় ॥

- (ঠ) কথায় কথায় যে জন প্রদানে আশ্বাস,
তার কথা কেহ কভু করোনা বিশ্বাস,
(ড) অপরের সেবা যদি পেতে ইচ্ছা কর,
প্রথমে সেবক হও খুলিয়া অন্তর ॥

৩১৯। সাতশো বছর পূর্বে সাধু ফ্রান্সিস লিখেছিলেন :—

“ভগবান আমাকে শান্তির কাজে লাগান। যেখানে ঘৃণা আছে সেখানে আমাকে প্রেমের বীজ বপন করতে দিন। যেখানে আঘাত আছে সেখানে যেন আমি ক্ষমা করতে পারি। যেখানে সন্দেহ আছে সেখানে বিশ্বাসের বীজ বপন করতে পারি। যেখানে হতাশা আছে সেখানে আলো। যেখানে দুঃখ সেখানে আনন্দ দিতে পারি।

হে পবিত্র প্রভু আমি সান্ত্বনা চাই না—সান্ত্বনা দিতে চাই। আমাকে লোকে বুঝুক তা চাইনা—আমি যেন লোকেদের বুঝাতে পারি। ভালবাসা চাই না—আমি যেন ভালবাসতে পারি। কারণ দিলেই তো পাওয়া যায়। ক্ষমা করলেই আমরা ক্ষমিত হই। আর মৃত্যুর মধ্যে আমরা ফিরে পাই অনন্ত জীবন।” —ফ্রান্সিস

জাগ্রত মানব জীবন গঠনের উপায় স্বরূপ

শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্ববির মহোদয়ের হস্ত-মালিকা

বই থেকে সংগৃহীত

- ১। অপ্রমাদ সর্বধর্মেয় মূল ভিত্তি স্বরূপ।
- ২। নিয়মানুবর্তিতা আত্মোন্নতিয় মূল উৎস।
- ৩। সত্বপদেশ মানব-ধর্মকে জাগ্রত রাখে।
- ৪। নিয়মাধীন স্বাস্থ্যের পতন হয় না।
- ৫। মিতভাব সর্বত্র প্রযোজ্য।
- ৬। সংযম প্রতিমূহুর্তে জাগ্রত রাখে।
- ৭। সূচিন্তা ও সুকর্মের সমন্বয় সাধনই জীবন।
- ৮। প্রতিভার বিকাশ নির্জনতা।
- ৯। সুযুক্তিপূর্ণ বিশ্বাসই ধর্মের মূল রহস্য।
- ১০। বিফল তপস্যা অনুশোচনামূলক।
- ১১। সুন্দর জিনিসের ছায়াও সুন্দর।
- ১২। দান করা ও যুদ্ধ করা সমতুল্য।
- ১৩। আলস্য দেহের ছিদ্র স্বরূপ।
- ১৪। নীতি অমান্য আত্মহত্যার নামাস্তর।
- ১৫। সাধকের নিজা চারি ঘণ্টা। ১৬। চিন্তানল চিতানল তুল্য।
- ১৭। অনুতাপ দুঃখ বেদনার আকর।
- ১৮। কুচিন্তা সর্বগুণ গ্রাসী।
- ১৯। সৎ সাহস সেনাপতি তুল্য। ২০। ভীরুতা কাপুরুষের জনক।
- ২১। সাধু-মরণ কায়ার বিনিময় মাত্র।
- ২২। অসাধু-মরণ দুঃখ বরণ মাত্র। ২৩। জন্ম মরণের সাক্ষী।
- ২৪। পাপীর জীবন অনুতাপের বাসা।
- ২৫। অবিমুক্ত ব্যক্তি উন্মত্ত তুল্য। ২৬। বিশ্বাস জ্ঞাতি তুল্য।

- ২৭। সন্তুষ্টি আসল ধন। ২৮। ব্যাধির গৃহ দেহ।
 ২৯। চিত্ত চঞ্চলতার আকর।
 ৩০। উন্নতির মূল সক্রিয় সহযোগিতা।
 ৩১। অবনতির মূল বিরুদ্ধবাদিতা।
 ৩২। কু-অভ্যাস দাসত্ব তুল্য।
 ৩৩। আসক্তি সর্পমুখগত ভেক তুল্য।
 ৩৪। বৌর্য সাহসের মূল। ৩৫। ধৈর্য পিতৃ তুল্য।
 ৩৬। আর্থিক দুর্বলতাই সঙ্কট সৃষ্টির মূল।
 ৩৭। ঔদাসীন্য ধ্বংসের পথ সৃষ্টি করে।
 ৩৮। বিপ্লব জীবনধারার অন্ত্যতম গতি।
 ৩৯। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি আত্মপ্রতারণার মূল।
 ৪০। নিষ্ক্রিয় জীবনে শক্তির উদ্ভব হয় না।
 ৪১। সেবাই জনকল্যাণের মূল। ৪২। জনসেবাই শক্তির উৎসমুখ।
 ৪৩। পরনিন্দায় শক্তি ও সময়ের অপব্যবহার হয়।
 ৪৪। অরহতেরাই একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়ী।
 ৪৫। কাম ঋণবৎ মুক্তিতে বাধা জন্মায়।
 ৪৬। হিংসা গরম বাষ্প তুল্য। ৪৭। আলস্য-তন্দ্রা শৈবাল তুল্য।
 ৪৮। সংশয় আবিল জলবৎ। ৪৯। কুচিত্ত মানবের পরম শত্রু।
 ৫০। স্নেহের জন্ম সংসর্গে। ৫১। হিতকামনায় মৈত্রীর জন্ম।
 ৫২। দয়াদ্র্দিচিত্তে করুণার জন্ম। ৫৩। তৃষ্ণা দুঃখের জননী।
 ৫৪। সত্যজ্ঞানলাভ না করাই অবিদ্যা।
 ৫৫। চেতনা কর্মের উৎপাদক। ৫৬। কর্মই সংস্কার পুঞ্জ।
 ৫৭। নির্লিপ্ত জীবন সুখাবহ। ৫৮। অদাস্ত চিত্ত চোর তুল্য।
 ৫৯। স্মৃতিহীন চিত্ত লবণহীন ব্যঞ্জন তুল্য।
 ৬০। কর্ম পিতা স্বরূপ। ৬১। ক্ষয় দর্শনে অনিত্য-জ্ঞান জন্মে।
 ৬২। ভয় দর্শনে দুঃখ, জ্ঞান জন্মে।

- ৬৩। ঋদ্ধিলাভ ধ্যানের চতুর্থ স্তরে।
- ৬৪। পাপ-পুণ্য ব্যতীত জন্মান্তরের অণু সঙ্গী নাই।
- ৬৫। জ্ঞানী বালক সম। ৬৬। পরলোকে প্রতিষ্ঠা পুণ্যার্জনে
- ৬৭। লজ্জা-ভয় লোক ধর্ম। ৬৮। সুখ-দুঃখ বেদনা তৃষ্ণার স্রষ্টা।
- ৬৯। জরা রাক্ষসী তুল্য। ৭০। যোগীজননন্দ বিমুক্তিলাভে।
- ৭১। তৃষ্ণা জটাই ছুচ্ছে ছু জট। ৭২। শীলের অপর নাম সংযম।
- ৭৩। ধনের মধ্যে ধর্মধনই শ্রেষ্ঠ।
- ৭৪। ধাত্তের সমান গৃহস্থের ধন নাই।
- ৭৫। দলাদলিতে শক্তির অপচয় হয়।
- ৭৬। প্রকৃত গঠন মূলক কাজে আত্মনিয়োগ বাঞ্ছনীয়।
- ৭৭। সেবার অধিকার অব্যাহত রাখাই উচিত।
- ৭৮। মন ও চরিত্র গঠন একান্ত অপরিহার্য।
- ৭৯। চেষ্টাবলেই জাতির অগ্রগতি সাধিত হয়।
- ৮০। কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত সমস্তার সমাধান অসম্ভব।
- ৮১। দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধিই সর্ব্বসুখের মূল।
- ৮২। সঙ্কীর্ণ মনোভাব অবনতির মূল।
- ৮৩। ন্যায়নীতি ও সত্যপথ অবলম্বনই মানব ধর্ম্ম।
- ৮৪। সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণচিত্ততায় মহৎ প্রতিষ্ঠান গঠন করা সম্ভব নহে।
- ৮৫। নীতি পালনের কালাকাল নাই।
- ৮৬। ধর্ম্মাক্ততা দুঃখের আকর।
- ৮৭। সদাদর্শ আদর্শ হইতে উজ্জ্বলতর।
- ৮৮। একাগ্রতাই ধ্যানের অঙ্গ। ৮৯। সংচিন্ত অর্থাবহ।
- ৯০। অসংচিন্ত অনর্থাবহ। ৯১। ভাবিতচিত্ত সুখদায়ক।
- ৯২। অভাবিতচিত্ত অনর্থাবহ। ৯৩। সদর্থাবহ সত্যত সঙ্গতি নাই।
- ৯৪। প্রমাদ মৃত্যু-পথ প্রসারিত করে।

- ৯৫ । অপ্রমাদ অমৃত স্বরূপ । ৯৬ । বিপদের মূল অমনোনিবেশ ।
 ৯৭ । কল্যাণমিত্র-সংসর্গ সর্বার্থসিদ্ধিকর ।
 ৯৮ । বিরাগ বৈরাগ্যের জনক । ৯৯ । আরক্তবীৰ্য্যই উন্নতির মূল ।
 ১০০ । চেতনা সমুত্ত কৰ্ম্মই সংস্কার ।
 ১০১ । বদঅভ্যাসই দুঃখ সঞ্চয়ের কারণ ।
 ১০২ । আকাজ্ঞা জন্মবৃদ্ধির হেতু ।
 ১০৩ । ইতর জীবে দুঃখদানে বহু রোগের সৃষ্টি হয় ।
 ১০৪ । ঈর্ষ্যা শত্রুতা বৃদ্ধির কারণ । ১০৫ । উচ্চচিন্তা মানব ধর্ম ।
 ১০৬ । উত্তম হীনতার অপর নাম প্রাণহীনতা ।
 ১০৭ । একমাত্র আহারই সকলের অপরিত্যাগ্য ।
 ১০৮ । ঐশ্বর্য্যহীন ব্যক্তি মৃত তুল্য ।
 ১০৯ ॥ ওজোগুণ কান্তির সহায় ।
 ১১০ । ঔদ্ধত্য প্রকাশ অপ্ৰিয় লক্ষণ ।
 ১১১ । কটু কথা বিরক্তি জনক ।
 ১১২ । কঠিন স্বভাব কঠোর দুঃখদায়ী ।
 ১১৩ । কাণ্ডজ্ঞান সকলেরই থাকা উচিত ।
 ১১৪ । নীতি অমান্য চিত্ত-দুর্বলতার পরিচায়ক ।
 ১১৫ । জ্ঞানী নিন্দা-প্রশংসায় পর্ব্বত তুল্য অটল ।
-